গ) বীমাকারী কর্তৃক দাবি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের বিষয়ে কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংক) কোন প্রকার প্রশ্ন উত্থাপন করবে না এবং দাবি পরিশোধ বা প্রত্যাখানের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংক) কোন প্রকার হস্তক্ষেপ বা প্রভাব বিস্তার করবে না;

ঘ) বীমাদাবি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক সহযোগিতা করবে; এবং

ঙ) বীমা কোম্পানি ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তিতে আবদ্ধ অংশীদারি ব্যাংকের মাধ্যমে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে পারবে অথবা সরাসরি সুবিধাগ্রাহীর নির্ধারিত ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধ করতে পারবে।

কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাসুরেন্স) এর কমিশন:

ক) লাইফ ও নন-লাইফ বীমাকারীদের জন্য দুই ধরনের কমিশন পদ্ধতি চালু রয়েছে। বীমা আইন, ২০১০ এর ৫৮ ও ৫৯ ধারা অনুযায়ী এজেন্ট কমিশনের হার নির্ধারিত আছে এবং কমিশন সংক্রান্ত জারিকৃত সার্কুলার মোতাবেক কর্পোরেট এজেন্টকে (ব্যাংকাসুরেন্স) কমিশনের হার নির্ধারণ করা হয়েছে। জীবন বীমা পরিকল্পসমূহের মেয়াদ ও ধরণ অনুযায়ী ১ম, ২য়, ৩য় ও তদূর্ধ বছরের কমিশনের হারের তারতম্য হয়ে থাকে।

পলিসি চালু থাকার (persistency) বোনাস:

নবায়ন প্রিমিয়াম আয় বৃদ্ধি এবং উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নবায়ন প্রিমিয়াম নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্জনের পর persistency বোনাস প্রদান করা হবে। এ সংক্রান্ত বোনাস প্রদানের হার বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে সার্কুলার জারি করবে।

তামাদি পলিসি বা পলিসি সমর্পণকৃত বীমাগ্রাহকের নিকট নতুন বীমা পরিকল্প বিক্রি:

যদি কোন বীমাগ্রাহকের কোন পলিসি তামাদি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে বীমা আইন অনুযায়ী সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি উক্ত পলিসি পুন:বহাল না করে নতুন পলিসি ক্রয় করতে চায়, তা হলে ব্যাংক উক্ত গ্রাহকের নিকট এক বছরের মধ্যে নতুন পলিসি বিক্রয় করতে পারবে না। তদুপ কোন বীমা গ্রাহক যদি স্বেচ্ছায় বীমা পলিসি সমর্পণ (surrender) করে সেক্ষেত্রে তার নিকট এক বছরের মধ্যে নতুন কোন বীমা পলিসি বিক্রয় করা যাবে না।

দাবি সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি:

ক) বীমাগ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষায় কর্পোরেট এজেন্টের মাধ্যমে বিক্রিত কোন পলিসির বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হলে বীমাকারী তা নিষ্পত্তি করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

খ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে কর্তৃপক্ষ বীমা আইন, ২০১০ অনুযায়ী উক্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

বীমাগ্রহীতার বীমাকারীর বিক্রয় পরবর্তি সেবা:

ব্যাংকের মাধ্যমে বিক্রিত পলিসির বিক্রয় পরবর্তী সেবা বীমাগ্রাহকদের চাহিদার প্রেক্ষিতে বীমাকারী পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদান করবে।

ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসার প্রতিবেদন:

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুষ্ঠু তদারকির সুবিধার্থে প্রত্যেক বীমাকারী বছর শেষে উক্ত বছরের ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসায়ের প্রতিবেদন প্রস্তুত করে কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করবে। বীমা আইন, ২০১০ এর ২৭ ধারা অনুযায়ী প্রণীত হিসাব প্রতিবেদনে ব্যাংকাসুরেন্স পদ্ধতিতে অর্জিত প্রিমিয়ামের পরিমাণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

উপসংহার:

ব্যাংকাসুরেন্সের মাধ্যমে বীমা পণ্যগুলো ব্যাংকের গ্রাহকদের মধ্যে বিপণনের যেমন বিশাল সুযোগ রয়েছে, তেমনি বীমা পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে কমিশন প্রাপ্তিবাবদ ব্যাংকের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া ব্যক্তিগত (মাঝারি ও ক্ষুদ্র ব্যবসা) ব্যাংক ঋণ পরিশোধের ঝুঁকি হ্রাস করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্রাহকের মৃত্যু বা অক্ষমতার কারণে ঋণ পরিশোধের প্রতিবন্ধকতা থেকে পরিবারকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ব্যাংকাসুরেন্স অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। এটি এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যেখানে গ্রাহক, বীমা কোম্পানি ও ব্যাংক সবাই লাভবান হবে; লাভবান ও সমৃদ্ধ হবে দেশ।

প্রকাশকাল : ১ মার্চ, ২০২৪

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/৫, এসবিসি টাওয়ার (৯ম তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন নম্বর : +০২ ৪১০৫১৩৬১-৮৪ (PABX); ফ্যাক্স : +০২ ৪১০৫১৩৯০
ই-মেইল : idra.bd@gmail.com; ওয়েবসাইট: www.idra.org.bd
হটলাইন নম্বর: ১৬১৩০

করবো বীমা, গড়বো দেশ
স্মার্ট হবে বাংলাদেশ

ব্যাংকাসুরেন্স
বীমা ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
৩৭/৫, এসবিসি টাওয়ার (৯ম তলা), দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন নম্বর : +০২ ৪১০৫১৩৬১-৮৪, ফ্যাক্স : +০২ ৪১০৫১৩৯০
ই-মেইল : idra.bd@gmail.com , ওয়েবসাইট: www.idra.org.bd
হটলাইন নম্বর: ১৬১৩০

ব্যাংকাসুরেন্স: বীমা ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ

'ব্যাংকাসুরেন্স' হলো ব্যাংক এবং বীমা কোম্পানির মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহকদের নিকট বীমা পণ্য বিপণন ও বিক্রয় করতে পারবে। ইউরোপের বেশিরভাগ দেশে ব্যাংকের মাধ্যমে বীমা পলিসি বিক্রি হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও এটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকায়ও ব্যাংকাসুরেন্স সফলভাবে প্রচলিত আছে।

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সহযোগিতায় বাংলাদেশে ব্যাংকাসুরেন্স চালু হয়েছে। এ জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অনুমোদনক্রমে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাসুরেন্স) নির্দেশিকা, ২০২৩ ও বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকাসুরেন্স গাইডলাইন্স (ব্যাংকের জন্য), ২০২৩ জারী করেছে। প্রাথমিকভাবে একটি নিয়ন্ত্রিত কাঠামোর (sandbox) অধীনে উপযুক্ত বীমা কোম্পানি ও ব্যাংকের জন্য ব্যাংকাসুরেন্সের অনুমোদন দেয়া হবে। এর ফলে ব্যাংক তার নিজস্ব বিক্রয় ও বিতরণ মাধ্যম ব্যবহার করে তাদের হিসাবধারীদের নিকট বীমা পরিকল্পসমূহ উপস্থাপন, বিতরণ, বিক্রয় ও প্রচারণা করতে পারবে। যারা বীমার আওতাবহির্ভূত আছেন তাদেরকে বীমার আওতায় আনার মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে। বীমার জন্য একটি দক্ষ ও কার্যকর বিতরণ মাধ্যম উন্মোচিত হবে।

ব্যাংকাসুরেন্স লাইসেন্স গ্রহণ:

ক) ব্যাংকাসুরেন্স ব্যবসা পরিচালনায় আগ্রহী ব্যাংককে অবশ্যই বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (আইডিআরএ) থেকে কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংকাসুরেন্স) লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

খ) কর্পোরেট এজেন্ট লাইসেন্সের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বৎসর যা মেয়াদ শেষে নবায়নযোগ্য হবে

গ) বীমা আইন, ২০১০, সংশ্লিষ্ট বিধি, প্রবিধান ও লাইসেন্সের শর্তসমূহ পরিপালনে ব্যর্থ হলে এবং অচরণবিধি লংঘিত হলে লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল হবে।

কর্পোরেট এজেন্টের যোগ্যতা:

কর্পোরেট এজেন্ট হওয়ার জন্য ব্যাংকের নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকতে হবে -

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন থাকতে হবে;

খ) আগ্রহী ব্যাংক যে সকল বীমাকারীদের বীমা পণ্য বাজারজাত করতে ইচ্ছুক তাদের তালিকা প্রদান করতে হবে;

গ) আইডিআরএ এর নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন চীফ ব্যাংকাসুরেন্স অফিসার ও ব্যাংকাসুরেন্স ম্যানেজার/অফিসার থাকতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে;

ঘ) ব্যাংকাসুরেন্স পদ্ধতি চালুর জন্য ব্যাংকের নিজস্ব 'কোড অব কনডাক্ট' থাকতে হবে।

ব্যাংকাসুরেন্স চুক্তি:

ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাংককে বীমা কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

খ) ১টি ব্যাংক অনূর্ধ্ব ৩টি লাইফ বীমা কোম্পানি ও ৩টি নন-লাইফ বীমা কোম্পানির সাথে চুক্তি করতে পারবে। আবার ১টি বীমা কোম্পানি সর্বোচ্চ ৩টি ব্যাংকের সাথে চুক্তি করতে পারবে;

গ) চুক্তির অধীনে ব্যাংক বীমা আইন, ২০১০ ও অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করে বীমাকারীর কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে;

ঘ) চুক্তিতে বীমাকারী ও ব্যাংকের দায়দায়িত্ব স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকতে হবে;

ঙ) চুক্তির সমাপ্তিকাল উল্লেখ থাকবে এবং চুক্তি নবায়ন না করলে বিদ্যমান গ্রাহকদের সব ধরনের বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হবে মর্মে উল্লেখ থাকবে।

ব্যাংকাসুরেন্সের আওতাভুক্ত বীমা পণ্য:

- সকল লাইফ বীমা পণ্য;
- নন-লাইফ বীমা পণ্যের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মোটর, ভ্রমণ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও শস্য বীমা পণ্যসমূহ।

বীমা পরিকল্প বিপণন ইশতেহার ও বিক্রয়:

ক) বীমা পরিকল্পসমূহ সহজতরভাবে বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানি ব্যাংকের সাথে আলোচনাক্রমে বীমা পরিকল্পের প্রচারপত্র (brochure) তৈরী করতে পারবে। কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংক) এর মাধ্যমে পরিকল্প বিপণনের সময় বীমাকারী ও কর্পোরেট এজেন্ট তথা ব্যাংকের নাম, লোগো এবং এজেন্ট কোড ব্যবহার করতে পারবে;

খ) বীমা চুক্তি সম্পাদনের জন্য বীমাগ্রহীতার প্রস্তাবপত্রসমূহ, বীমা কোম্পানি কর্তৃক প্রদত্ত বীমা দলিলাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়ম অনুসৃত হবে, তাতে ব্যাংকের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না;

গ) প্রচারপত্রে স্পষ্টভাবে এবং দৃশ্যমান জায়গায় ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব লিপিবদ্ধ থাকতে হবে;

ঘ) প্রচারপত্রে বা বিবৃতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে যে, ব্যাংকের দায়িত্ব হলো কর্পোরেট বীমা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা এবং অন্যদিকে বীমা কোম্পানির দায়িত্ব হলো বীমাপত্রের অধীনে উল্লিখিত সকল শর্তাবলির দায়ভার গ্রহণ করা;

ঙ) যাবতীয় প্রচারপত্রের দৃশ্যমান স্থানে বীমাকারীর নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের যাবতীয় মাধ্যম উল্লেখ থাকতে হবে।

বীমা পণ্য বিক্রয় পদ্ধতি:

ক) ব্যাংক কর্পোরেট এজেন্ট হিসেবে ব্যাংকের হিসাবধারীদের নিকট লাইফ এবং নন-লাইফ বীমাকারীদের বীমা পরিকল্প বিপণন চ্যানেলসমূহ যেমন: শাখা, টেলিমার্কেটিং, এজেন্ট ব্যাংকিং, ওয়েবসাইট, অ্যাপস ইত্যাদির মাধ্যমে বীমা সুবিধার প্রস্তাবনা, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়, বিতরণ অথবা বাজারজাতকরণ করতে পারবে;

খ) ব্যাংকের নিজস্ব হিসাব বা কার্ডধারী নয় এমন কোনো ব্যক্তির (walk-in-customer) নিকট ব্যাংক বীমাপণ্য বিপণন করতে পারবে না। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত KYC পরিপালনপূর্বক ব্যাংকের হিসাবধারী তার নিজ পরিবারের সদস্যদের জন্য বীমাপণ্য ক্রয় করতে পারবে।

প্রিমিয়াম সংগ্রহ:

ক) কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংক) বীমা কোম্পানির পক্ষে নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করবে এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে (online) প্রতিবেদন প্রদান করবে;

খ) আইডিআরএ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশিকায় বর্ণিত হারে ব্যাংক কমিশন পাবে এবং এ বিষয়ের সকল নির্দেশনা উভয় পক্ষকে যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে;

গ) কোন অবস্থাতেই কর্পোরেট এজেন্ট (ব্যাংক) এর প্রাপ্য কমিশন বাবদ আয় প্রিমিয়াম আয়ের সাথে সমন্বয় করা যাবে না।

বীমা দাবি প্রক্রিয়াকরণ:

ক) বীমা সংক্রান্ত সকল দাবির জন্য বীমাগ্রহীতা বা তার নমিনী বীমা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবে;

খ) বীমা কোম্পানি বীমা আইন, ২০১০ অনুযায়ী বীমা দাবি নিষ্পত্তি করবে। বীমা দাবি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যাংকের কোন প্রকার দায় থাকবে না বরং বীমা দাবির সম্পূর্ণ অর্থ বীমাকারী বীমাগ্রহীতার সাথে চুক্তি মোতাবেক প্রদান করবে;